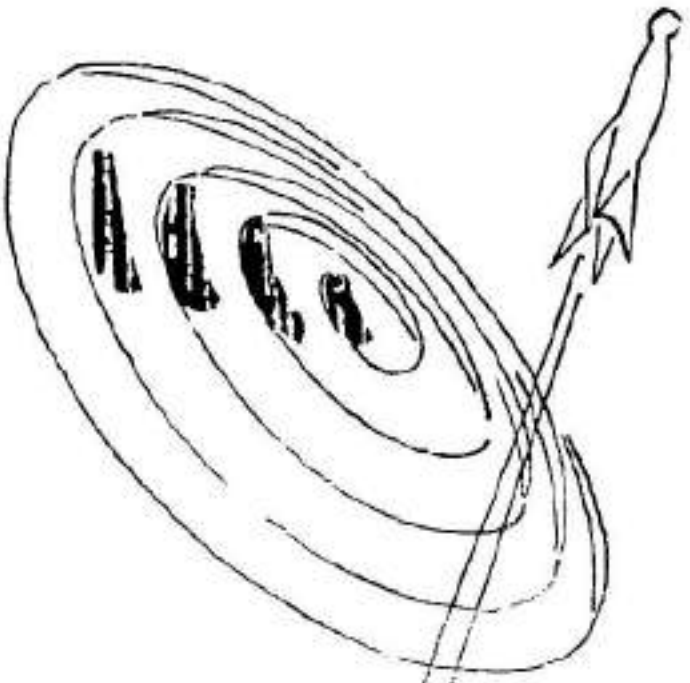

ইভান ইয়েফ্রেমভ
গল্পো-সংকলন

অনুবাদ : শুভময় ঘোষ

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অতীতের ছায়া ❋ ১১
নুর-ই-দেশ্‌ৎ মানমন্দির ❋ ৫৭
টাসকারোরার অতল তল ❋ ৮৪
চাঁদের পাহাড় ❋ ১১৩
দেনি-দের ❋ ১৩৯
ওলগই-খরখই ❋ ১৫৭
সাদা শিং ❋ ১৭৫
তারার জাহাজ ❋ ১৯৯

অতীতের ছায়া

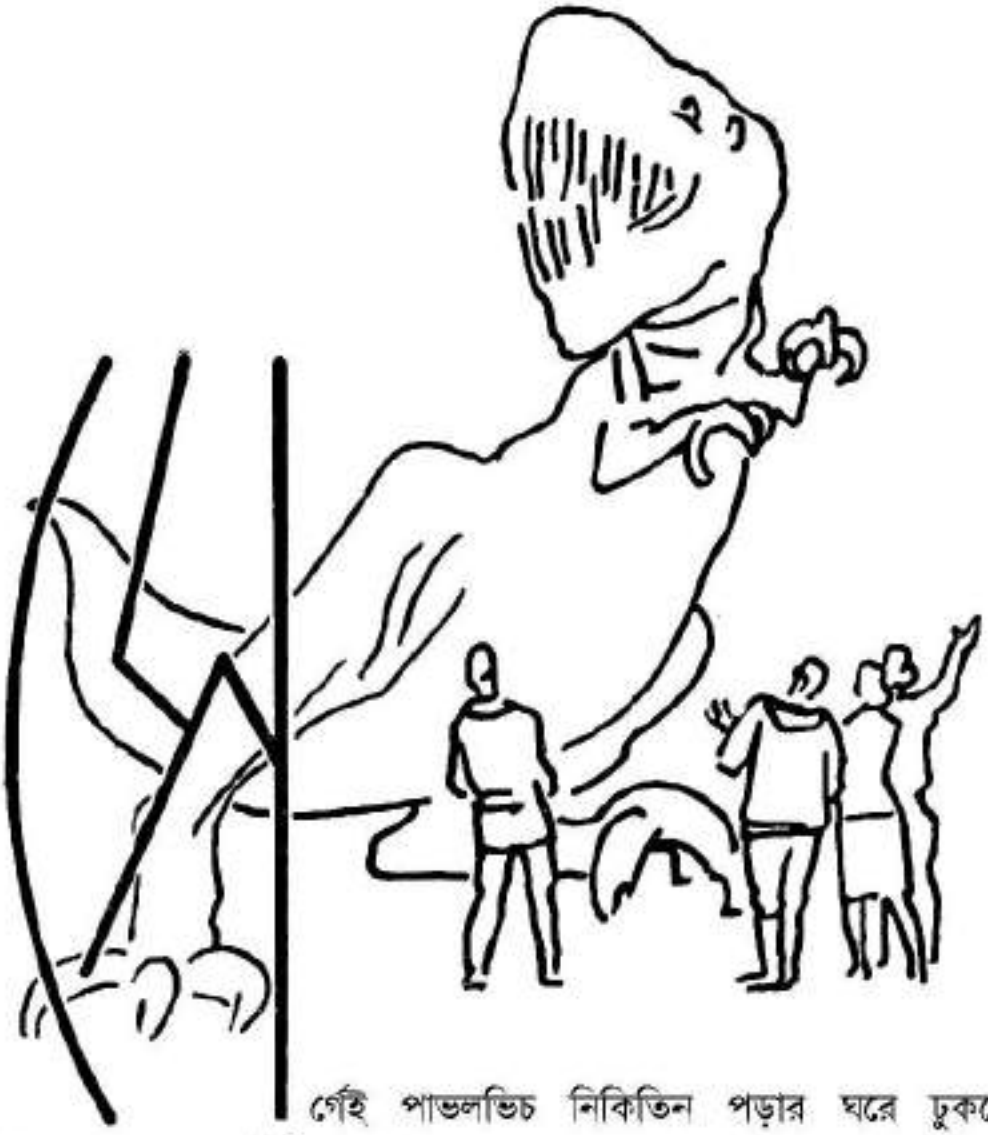

গেই পাভলভিচ নিকিতিন পড়ার ঘরে ঢুকতে অধ্যাপক সানন্দে বলে উঠলেন, 'অবশেষে এলে! বরাবরকার মতো দেরিতে!' নিকিতিন তরুণ জীবাশ্মবিদ। সাম্প্রতিক কতকগুলো আবিষ্কারের সঙ্গে তার নামও যুক্ত আছে। অধ্যাপক বলে চললেন, 'আমার কাছে আজ তুমিই যে প্রথম এলে তা নয়। পূর্ব স্তেপ অঞ্চলের দুজন বিখ্যাত রাখাল মস্কোয় কৃষি প্রদর্শনীতে যাচ্ছিল। তারাও এসেছিল। এই দেখো তাদের উপহার, বিজ্ঞানীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার

যেমন ছড়ানো, তেমনি বাঁকা। সামনের পা দুটো সরু, ঠিক গলার তল থেকেই নেমেছে, নখগুলো খুব ধারালো। বিরাট শরীর আর মস্ত মাথার তুলনায় সামনের পা দুটো অত্যন্ত ছোটো।

জন্তুটার ছায়াশরীরের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছিল কালো পাহাড়ের গা। কিন্তু তবু ডাইনোসরের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—পিঠ, ফোঁটাকাটা ছোট্ট ছোট্ট হাড়ের আঁশ, রুক্ষ চামড়া, মোটা মোটা মাংসপেশি, এমনকি দু'পাশের চওড়া বেগুনি রঙের দাগগুলো পর্যন্ত। অত্যন্ত সজীব ছবি। অত্যন্ত বাস্তব অথচ অশরীরী

নুর-ই-দেশ্‌ৎ মানমন্দির

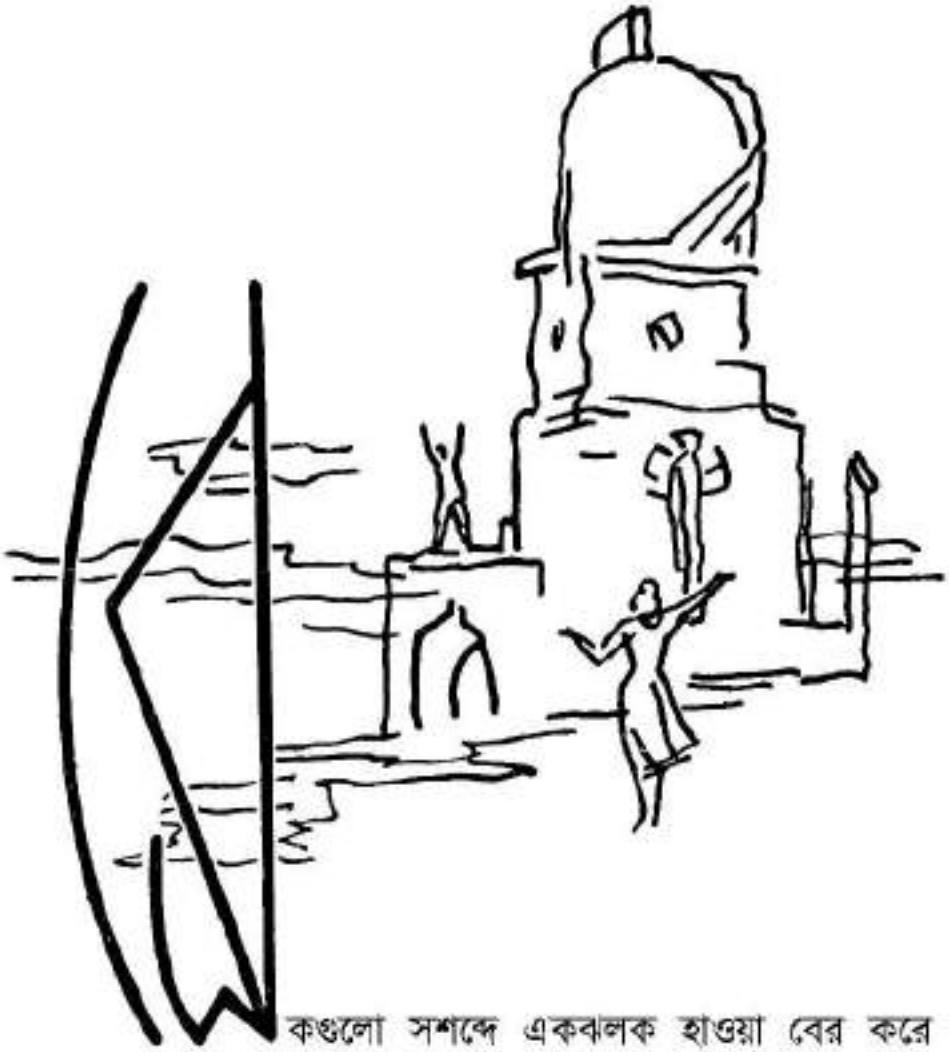

কণ্ডলো সশব্দে একঝলক হাওয়া বের করে দিল। চাকাগুলোও কিছুক্ষণ পরেই বাঁধা চালে ঝিকঝিক করে এগোতে লাগল। গাড়ির জানলায় বরফের ঘূর্ণি।

যত কণ্ঠস্বর গেল মিলিয়ে। কামরার যাত্রীদের মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল। জানলার পাশে বসে অস্তসূর্যের গোলাপি আভায় রঙিন সান্ধ্য দৃশ্যের দিকে ভদ্রলোক চেয়ে আছেন। ট্রেনের গতি ক্রমেই বাড়ছে। যাত্রীদের বয়ে নিয়ে চলেছে অজানা ভবিতব্যের দিকে। ১৯৪৩ সাল। যুদ্ধের আরেকটি নতুন বছর।

নৌবাহিনীর একটি অফিসার করিডোরে এসে একটা জাম্পসিটে বসে পড়ল।

জায়গাতেই বা তারা মানমন্দিরটা করল কেন?'

'এই মানমন্দির আরব সন্ন্যাসীদের শিষ্য, উইগুর জ্যোতিষীদের তৈরি। এ জায়গাটা মরুভূমিতে পরিণত হয় মঙ্গোল আক্রমণের পর। চারপাশে অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তা থেকে বোঝা যায় সাতশো বছর আগে এ জায়গায় অনেক লোকজনের বসবাস ছিল। এরকম মানমন্দির তৈরি করতে হলে যথেষ্ট ধনদৌলত, উঁচু দরের সভ্যতার প্রয়োজন আর...'

অধ্যাপকের গলা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কী

টাসকারোরার অতল তল

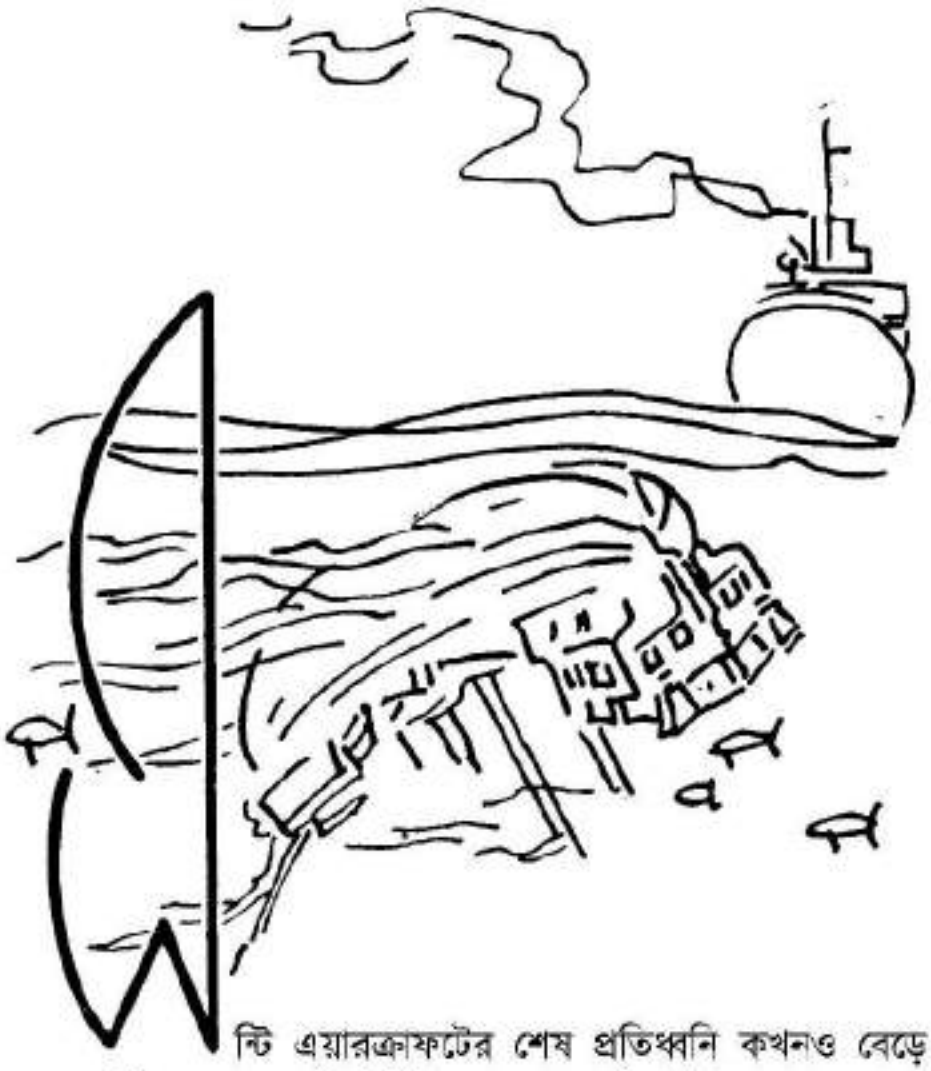

ন্টি এয়ারক্রাফটের শেষ প্রতিধ্বনি কখনও বেড়ে উঠে, কখনও কমে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল। সার্চ লাইটগুলো সব গেল নিভে। দূরে কেবল তারার মতো ছোটো ছোটো আলোর কণা। বিমানযুদ্ধের আওয়াজ। বাতাসে বারুদ আর আগুনের গন্ধ। কালুগা স্ট্রিটের বড়ো বাড়িটার সাময়িক বাসিন্দা আমাদের ছোটো দলটা যে যার ঘাঁটি থেকে ফিরে এসেছে। কেউ ছিল ছাদে, কেউ বা উঠোনে। স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে সেখানে তারা বিমান প্রতিরোধের

ভারসাম্য গেল নষ্ট হয়ে। বিকাল পাঁচটায় জাহাজের সামনের গলুইয়ে এসে পড়ল বিরাট এক ঢেউ। তার ফলে জাহাজ একপাশে উলটে গিয়ে ডুবতে শুরু করল। সেই চরম দুর্যোগের মুহূর্তে আমি ছিলাম আমার কেবিনে। আমি সবে নীচে নেমে এসে চেষ্টা করছি...'

চাঁদের পাহাড়

তিম-ওলেক্‌মা জাতীয় এলাকাটা হচ্ছে পূর্ব সাইবেরিয়ায়। দক্ষিণ ইয়াকুতিয়ার গায়ে লাগা এই বিরাট পাহাড়ি অঞ্চলটার উত্তরাংশ গায়ে গায়ে লাগানো অজস্র পর্বতশ্রেণিতে ভরা। সাইবেরিয়ায় বোধহয় এর চেয়ে উঁচু পাহাড় আর নেই। দুর্গম বুনো জায়গাটা একেবারেই পাণ্ডববর্জিত। এই সেদিন পর্যন্ত জায়গাটা ছিল অনাবিষ্কৃত। পনেরো বছর আগে আমিই প্রথম মানচিত্রের এই ফাঁকা জায়গাটায় পা দিই। 'প্রথম' মানে আবিষ্কারকদের মধ্যে প্রথম। এদেশের আদিবাসী তুংগুস আর ইয়াকুৎরা আগেই শিকারের সন্ধানে এ অঞ্চলের চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। তুংগুস শিকারিদের কাছ থেকে নানা মূল্যবান খবর পেয়েছি। দূর দূর প্রান্তের সন্ধান তারা আমায় দিয়েছে। নদী, নদীর উৎস আর পর্বতমালার ম্যাপ

দাভিদভ রিসিভারটা তুলে নিলেন। ওদিক থেকে কোনো সাড়া নেই, কিন্তু দাভিদভ কানে রিসিভার চেপে দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর মন তখন অনেক দূরে।

মধ্য এশিয়ায় ডাইনোসরদের সমাধি নিয়ে দাভিদভ গত কুড়ি বছর ধরে ভেবে চলেছেন। কিন্তু ধাঁধাটার কোনো জবাব তিনি এখনও পাননি। তিয়েন-শানের পায়ের কাছে জমে আছে দানব সরীসৃপদের হাড়ের বিরাট বিরাট স্তূপ। নানা